COAST Foundation

নাগরিক সমাজের ধারনা পত্র

সরকারের সর্বজনীন পেনশন কর্মসুচি এবং কর ন্যায্যতা

১. পেনশন ব্যবস্থার ধারনা এবং বাংলাদেশে এর অনুশীলন

সাধারণত সক্রিয় কর্মজীবন শেষের একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমার পর অবসরের বয়স নির্ধারণ করে বয়স্ক মানুষের জন্য যে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, তাকে পেনশন বলা হয়। এখন পর্যন্ত আমাদের পেনশন ব্যবস্থা সর্বজনীন নয়। আমাদের দেশে যে পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে তা শুধু সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমান পেনশন কর্মসুচির ব্যয় সরকারী রাজস্ব থেকে খরচ করা হয়, অর্থাৎ জনগনের করের টাকায় সরকারী কর্মচারীদের পেনশন দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র ৫ শতাংশ সরকারি চাকরিজীবী এবং দেশে বর্তমানে প্রায় ৬০ উর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটি। সরকারি কর্মচারীরা দেশের মোট ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের ১ শতাংশ মাত্র।

তবে সরকার বর্তমান সময়ে 'বয়স্ক ভাতা' নামে ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে দরিদ্র ব্যক্তিদের এ কার্যক্রমের আওতায় মাসে ৬০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। প্রায় ৫০ লাখ দরিদ্র মানুষ এর আওতাভুক্ত বলে দাবি করা হয়। তা ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় রয়েছে আরও অনেক কার্যক্রম। তবে এসকল কর্মসূচীসমুহ আসলে পেনশন কর্মসুচি হিসাবে বলা যায় না।

২. সরকারের বর্তমান পেনশন ব্যবস্থা ও জনগনের দায়

সরকারের বর্তমান পেনশন ব্যবস্থায় কিছু নীতিগত বৈষম্য আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে। প্রথমত: বর্তমান পেনশন ব্যবস্থায় সাধারন জনগোষ্ঠীর কোন অন্তর্ভূক্তি নাই, দ্বীতিয়ত: যে পেনশন দেওয়া হচ্ছে তা সাধারন এবং সকল জনগনের করের টাকায়। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই পেনশন কর্মসুচির জন্য সরকারী কর্মচারীগন কোন নিদৃষ্ট পরিমান অর্থ বা প্রিমিয়াম প্রদান করেন না কিন্তু সুবিধা ভোগ করেন। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারী কর্মচারীদের অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের দায়ভার বহন করতে হচ্ছে আসলে দরিদ্র সকল জনগোষ্ঠীকেই কারন বেশীরভাগ কর রাজস্ব আহরন হয়ে থাকে সাধারন জনগনের দেওয়া প্রতক্ষ ও পরোক্ষ কর থেকে।

৩. প্রস্তাবিত সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের রূপরেখা

সরকার আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ঘোষণায় সর্বজনীন পেনশন স্কীমের ঘোষনা দিবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রস্তাবিত সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় ১৮-৫০ বছর বয়সী সকল নাগরিক অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরো'র বিশ্লেষন ও প্রক্ষেপন অনুসারে ৬০ বছরের উর্ধ্বে জনসংখ্যা ২০৩০ সালে হবে প্রায় ২.১৫ কোটি [মোট জনসংখ্যার ১১.৫%] এবং ২০৫০ সালে হবে ৪.৩৪ কোটি [মোট জনসংখ্যার ২১.৫%]। সুতরাং আগামী ১০-৩০ বছরের মধ্যে বয়স্ক এবং কর্মহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এসকল জনগোষ্ঠীর দায় রাষ্ট্র বা সরকারের উপরই থাকবে নিসন্দেহে একথা বলা যায়।

পেনশন ব্যবস্থায় নিবন্ধিত প্রত্যেক ব্যক্তি বা সদস্যকে একটি সুনিদৃষ্ট হারে বাৎসরিক চাঁদা ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার পর ৬১ বছর বয়স থেকে ৭৫ বছর পর্যন্ত পেনশন পেতে পারেন। সরকার পেনশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রনয়ন করেছেন। আশা করা যাচ্ছে এই আইনের অধীনে আগামীতে পেনশন কর্মসুচির বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হবেন।

৪. সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রস্তাবিত পেনশন ব্যবস্থার বাহিরে রাখা কতটা যৌক্তিক বা ন্যায়সংগত?

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ (খসড়া) এর ১৩'গ ধারায় সরকারি ও আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আওতা বহির্ভুত রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীগন প্রস্তাবিত পেনশন কর্মসুচিতে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই কারন তারা পেনশন পাচ্ছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সরকার যেহেতু সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছেন তাহলে জনগনের করের টাকায় সরকারী উচ্চবিত্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য বর্তমান পেনশন ব্যবস্থা চালু রাখা কতটা যৌক্তিক?

এখানে উল্লেখ্য যে, জনগনের কর থেকে আহরিত রাজস্ব খাত থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির অধীনে এ ধরনের পেনশন

কর্মসুচির অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। উদাহারন স্বরূপ গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বরাদ্দের প্রায় ৪৬ শতাংশ [২৭৮৩২ কোটি টাকা] এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৮ শতাংশ [২৮৩৭৩ কোটি টাকা] বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র পেনশন ব্যয় নির্বাহের জন্য। এসকল পেনশন বেশীর ভাগ অর্থ আসলে উচ্চবিত্ত সরকারী কর্মচারীগনই পেয়ে থাকেন, কারন তাদের পেনশন বেশী। অথচ যারা কর দিচ্ছেন এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন তারা এই ব্যবস্থার বাইরে কেন থাকবেন? তাদের জন্য একটা নূন্যতম পেনশন কর্মসুচি নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরনে সরকারের এই কার্যক্রমকে আরও গ্রহনযোগ্যতা দিতে পারে।

৫. সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় সরকারী সকল কর্মচারীদেরকে অন্তর্ভূক্তকরনের আওতায় আনা উচিৎ

বরং নতুন পেনশন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদেরকে স্থানান্তর করা হলে তার কিছু অগ্রসরমান সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। যেমন সরকারী কর্মচারীগন নতুন পেনশন ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হলে তারা এই কর্মসুচির টেকসই রূপরেখা প্রনয়নে আরও মনোযোগী ও নিষ্ঠাবান হতে পারেন, বিশেষ করে তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। দ্বীতিয়ত: ব্যক্তিগত ও আর্থিক অবদান থাকার কারনে সরকারী রাজস্ব ব্যয়ের উপর চাপ কমতে পারে, কারন এই খাতে খরচ ক্রমেই বাড়ছে। তাই আমরা মনে করি সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রস্তাবিত পেনশন স্কীমে অন্তর্ভূক্ত করে সরকার রাজস্ব খরচ কমাতে পারে এবং তা দরিদ্র বিমোচনে খরচ করতে পারে।

৬. করদাতাদেরকে পেনশন ব্যবস্থায় সরাসরি অন্তর্ভূক্ত করা হলে আয়কর আদায়ের হার আরও বাড়বে

দক্ষিন এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশই হচ্ছে সবচেয়ে নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের দেশ [নেপাল ২১.৭৫%, ভারত ১৯.৬৮%, পাকিস্তান ১২.৭৪% পক্ষান্তরে বাংলাদেশ হচ্ছে মাত্র ৯.৯%]। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ এবং অব্যাহত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির দাবী করলেও সে অনুপাতে কর সংগ্রহের মাধ্যমে আভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহ করতে পারছে না। এর ফলাফল হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ঋণ গ্রহন এবং প্রতিবছর ঋনের বোঝা ও সুদের হার বাড়ানো। প্রস্তাবিত পেনশন ব্যবস্থা এক্ষেত্রে একটি সুযোগ হতে পারে। যদি কোন আয়করদাতা তার বাৎসরিক নূন্যতম আয়কর প্রদান করেন তাহলে তাকে সরাসরি পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে সরকার তার আহরিত করের একটা অংশ [৫-১০% বা ১৫%ও হতে পারে] সরাসরি পেনশন ফান্ডে প্রদান করবেন। এই প্রক্রিয়ায় সকল আয়করদাতাদের [ধনী-দরিদ্র] জন্য এখানে মিনিমাম পেনশনের পরিমান ঘোষনা করা থাকবে। এটাই হবে "সর্বজনীন পেনশন"। যদি কেউ বেশী পেনশন প্রতাশা করেন তার জন্য আলাদা নীতি থাকতে পারে। আমরা মনে করি এতে আয়কর দাতার সংখ্যা এবং আয়করের পরিমান অবশ্যই বাড়বে। বাংলাদেশে লাখ লাখ টিআইএন ধারী থাকলেও রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী মাত্র ১৩-১৪ লাখ মানুষ কর দিচ্ছেন। এটা আশাপ্রদ নয়। সুতরাং পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্তির প্রক্রিয়া আয়কর দাতার সংখ্যা ও কর আদায় বৃদ্ধির সুযোগ হিসাবে গ্রহন ও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৭. পেনশন কর্মসুচি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হতে হবে অন্তর্ভূক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহতিার নিশ্চয়তা সম্পন্ন

পেনশন কর্মসুচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন'২০২২ (খসড়া) এর ৯ ধারা অনুবলে অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি পেনশন গভর্নিং বোর্ড গঠন করবেন। উক্ত গভর্নিং বোর্ডের সকল সদস্যই হচ্ছে সরকারী কর্মচারী বা আমলা। আমরা মনে করি শুধুমাত্র আমলাতন্ত্র দ্বারা গঠিত গভর্নিং বোর্ড গঠন করা হলে সেক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হতে পারে এবং ফলস্বরূপ অদক্ষতা ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাওয়ারও আশংকা রয়েছে। পেনশন কর্মসুচি বাস্তবায়নের জন্য যেহেতু জনগনের প্রদত্ত অর্থে তহবিল গঠন হবে এবং এই তহবিল লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের [ঋন ও অন্যান্য উৎপাদশীল বিনিয়োগ] মাধ্যমেই ভবিষ্যতে পেনশন কর্মসুচির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং স্থায়ীত্বশীলতা নির্ভর করছে। সুতরাং আমরা জনগনের অর্থ নিয়ে বেসিক ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং সর্বশেষ পিকে হালদার কেলেংকারি আশা করি না। তাই আমরা মনে করি শুধুমাত্র আমলা নির্ভর গভর্নিং বোর্ড গঠন না করে পেনশন কর্মসুচি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হতে হবে অন্তর্ভূক্তিমূলক যেখানে অভিজ্ঞ আমলা, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, অভিজ্ঞ ও সফল শিল্প-উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এধরনের স্বচ্ছ এবং জবাবদিহতিার নিশ্চয়তা সম্পন্ন অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থাই সরকারের এই সুন্দর রূপকল্পকে সফল করতে পারে বলে আমরা মনে করি।

যোগাযোগ : আমিনুল হক ০১৭১৩৩২৮৮১